একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতা: মেয়ে কেরোলিন এবং বাবা জীম পার্কম্যান

নাজমা মোস্তফা

একবিংশ শতাব্দীর এক কলামিস্ট বাবা ও তার মেয়ের এক চিত্র তুলে ধরেছেন একজন লেখক তার সাম্প্রতিক লেখাতে। জীম পার্কম্যান লস এঞ্জেলস টাইম পত্রিকার কলামিস্ট, তাও আবার ইরাক বিষয়ক মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুর উপরই তিনি দক্ষ। তাকে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বলা চলে। তার মেয়ে কেরোলিন এরই মধ্যে নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন সাহিদা ইসলাম, গ্রহণ করেছেন ইসলাম ধর্ম। বাবা আজ মেয়েকে সামলাতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নাটক নভেলে শোনে থাকতে পারি বা বাস্তবে ঘটতেও পারে এসব বাংলাদেশের ধারে কাছের চালচিত্র ঘটিত ধারণা নিয়েই বলছি। এরকম যে অনেক বাবা নূতন ভুইফোঁড় ব্যবসা হিরোইন ব্যবসা শুরু করে নিজের অর্থনৈতিক শ্রী বৃদ্ধির জন্য। এর কুফল সঠিকভাবে তখনই সে টের পায় যখন তার নিজের সন্তানেরা এটি ব্যবহার করতে শুরু করে তার আগে নয়। তবে অনেক সময় শোনা যেত বিক্রেতা নিজেসহ সন্তানাদিও এতে আসক্ত হয়ে পড়তো। মনে হচ্ছে হিরোইনের মতোই জীম পার্কম্যানের মেয়ে কেরোলিনকে সেই খোড়া রোগে ধরেছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে মেয়েটিকে তার কৃতকর্ম দ্বায়িত্ব সচেতনহীন করছে বলে মনে হচ্ছে না বরং হয়তো অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব সচেতন করে তোলছে, সেটিই বাবার জন্য প্রকৃত চিন্তার বিষয়। ঘটনার প্রেক্ষিতে বাবাকে বন্ধুর সাহায্য নিতে হচ্ছে এবং সে বন্ধুটিও আনাড়ি কোন বন্ধু নন, একজন সাইকোথেরাপিস্ট। কিন্তু রোগটি যখন কোন জটিল রোগ না হয়ে যদি হয় ধর্ম, দর্শন, যুক্তি, বিচারবুদ্ধির বিষয় তখন সে রোগ কি ডাক্তারের পুরিয়াতে কমবে বলে মনে হয়? জানি না, কমতেও পারে। কমলে বাবার জন্য মঙ্গল, তার টেনশন কমে আসবে।

ডাক্তারের পুরিয়া হিসাবে বোমারু খুঁজতে ভাগ্যবান বাবা পত্রিকার কাজে বিভিন্ন দেশ চষে এরি মাঝে এমন একজন টেবলেট-পিল খুঁজে পেয়েছেন। তিনি হলেন একজন সুইসাইড বোমারু যাকে দেখে জীমের কলামিস্ট আত্মাও কাঁপছে না মনে হচ্ছে নিজের জীবনটাকে তুচ্ছ করেই তিনি মেয়ের জীবন রক্ষার্থে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তার ধারণা নিশ্চয় তার মেয়েকে ইসলামের জীনে বা ভুতে ধরেছে, তাই শক্ত ওঝার কাছে ছোটা। তারপর 'মারোয়ান' নামের একরকম সাক্ষাৎ যমের সাথে দেখা করেন জীম নিজে এবং তার মেয়েও। এটি নির্দ্বিধায় বলে দেয়া যায় মেয়ের উপর এ রোগের দাপট প্রচন্ড মনে হচ্ছে। তাকে এ সুইসাইড বোমার পুরিয়া দেয়া হচ্ছে এটি ধরে নিয়ে যে এর বিরূপ প্রভাব যাতে মেয়েটির উপর পড়ে। সাময়িক ভয় দেখিয়ে সাময়িক ছলবাজ কাজ করে অনেক সময় সত্যকে চাপা দিয়ে রাখা যায় ঠিকই। আমরা জানি ধর্মের নামেও অনেক সত্যকে এভাবে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে এবং মানুষকে মিথ্যার মাঝে চক্রাকারে ঘোরানো হচ্ছে। কখনো এটি ২০০০ বছর ধরে করেও রাখা সম্ভব হয়েছে, হয়তো আরো বহুদিন এভাবে চাপা দিয়ে অনেক সত্যই রাখা সম্ভব। অনেক সনাতন ধর্ম তার প্রাচীনতার কারণে তার সর্বস্ব খুইয়ে মাত্র কিছু নকল আচার নিয়েই ধুকে ধুকে আজো টিকে আছে কিম্ভুতকিমাকার রূপ নিয়ে। তবে তারপরও কথা থেকে যায়। এটি কিন্তু ভয়ের বিষয় যখন কোন বিবেক জাগ্রত হয়ে যায় তাকে ঘুম পাড়ানিয়া গান দিয়ে পরাভূত করা অনেক কষ্টের কাজ। জীম পার্কম্যান তো কোনদিন তার মেয়েকে ইসলামের প্রতি সহমর্মী হবার কোন শিক্ষা দেন নি সম্ভবত। অবস্থার প্রেক্ষিতে এটি ধরে নেয়া যেতে পারে, তারপরও মেয়েটি ওমুখো হলো কেমন করে? তারপরও কর্তারা এটি কেমন করে ভাবতে পারেন যে এরকম ভয় দেখিয়ে একবিংশ শতাব্দীর বিবেককে থমকে দেবেন? কেমন করে বাকী আরো হাজার রকমের ধর্মীয় গোজামিলকে তারা সামাল দেবেন? একটি জাগ্রত বিবেককে কি এভাবে আধমরা করে রাখা যায়? ইসলামের ভঙ্গুর রূপ তাকে

কৌশলে দেখানো হচ্ছে, এর গভীর সৌন্দর্য্য তার চোখে একদিন ধরা পড়বে না বলে কি কোন চিকিৎসক গ্যারান্টি দিতে পারবেন?

একজন কেরোলিনের ধর্মত্যাগে বা ধর্ম গ্রহণে তেমন কিছু যায় আসে না, এ যাবৎ যথেষ্ট সংখ্যক কেরোলিনেরা এ বিবর্তনে পরিবর্তনের শিকার হয়েছেন, হচ্ছেন, হয়তো আরো হবেন। কিন্তু প্রচন্ড একটি সত্য কথা ধর্মের এ বিবর্তনের ধারা আজকাল কম ধরা পড়ছে আমাদের নিজেদের গলদের কারণেই। নয়তো সুদুর অতীতে এমন ছিল এতে মানুষ হাজারে হাজারে আত্মাহুতি দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেন তারা এখানে আসছে? তাদেরে কি কেউ এখানে জোর জবরদস্তি করছে? না, সেরকম কেউ কিছু করছে না, তারা নিজে থেকেই আসছে। এর গুঢ় কারণটি হচ্ছে তারা বাঁচতে চাচ্ছে। অনেক না বলা বেদনার মাঝে, অনেক অপূর্ণতার মাঝে তারা হাফিয়ে উঠছে, আকণ্ঠ ডুবে আছে। তাই এত প্রাচুর্যের সন্তান হয়েও তারা ঐ হুতাসনে ঝাপিয়ে পড়তে কুণ্ঠিত হচ্ছে না অনেকেই। তার মানে তারা যে হুতাসনে আছে সেটি ওটি থেকেও ভয়ানক। নয় কি?

জীম পার্কম্যানের ধর্মীয় গ্রন্থ বাইবেল থেকেই একটি উদাহরণ এখানে আনছি, এরকম একটি ভবিষ্যদ্বানী সেখানে লুকিয়ে আছে আজো, অজস্র সংশোধনেও সেটি অন্তত বিলুপ্ত হয় নি। বাইবেলে এটি ভবিষ্যদ্বানী করা আছে বহু জায়গায় যে পৃথিবী এমন এক সময়ে এমন এক সমতার মাঝে এসে পৌছাবে যে ঐ সময়টি হবে অনেকটা শেষ গোলের কাছাকাছি সময়টি। তখন পৃথিবীর সব কটি জাতি গডের একত্ব স্বীকার করবে এবং বাড়তি কোন যুদ্ধে জড়াবে না (ঈসায়া ২: ২-৪; জেপানিয়া ৩:৯, জন ১৩:৩৫)। সে রকম সময় কি আজো আসেনি? আর কত রক্ত ঝরার বেদনা আমাদের পোহাতে হবে, আর কত হিংসার অনলে আমাদের পুড়তে হবে? আমরা গ্রন্থধারীরা যুগে যুগে সঠিক নির্দেশনামা ঠিকই পেয়েছি কিন্তু সংকীর্ণতার কারণে, বিদ্বেষের কারণে, হিংসার কারণে, অজ্ঞতার কারণে সঠিকভাবে তার সমাদর করিনি। সকল নষ্টামির চালচিত্রকে রোজ নামচা থেকে বাদ দেওয়ার সময় কি আজো হয় নি আমাদের? মিথ্যা, চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাকিং, ধর্ষণ, হত্যা, অহেতুক মৃত্যু, অবাধ সেক্স, পুতুল পুজা সমকামিতাসহ সকল অনাচারের বিলোপ আমাদের মানুষকেই করে দেখাতে হবে যদি আমরা সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে থাকি, আস্তিক মানুষ হয়ে থাকি। আর যদি আমরা নাস্তিক হয়ে থাকি তবে অবশ্য আমাদের দায় দায়িত্ব যথেষ্ঠ কমে আসে। তখন আমরা তো মানুষের ধর্মই অস্বীকার করছি, তখন আর পশুর চর্চা করলে বা কুকুর বিড়াল, বাঘ সিংহের আচরণ করলে বলার কিছু নেই। এক কথায় নাস্তিক সে তো মানুষই না, বলা চলে সে এক ধরণের অমানুষ, অসচেতন জীব। মানুষ যখন অমানুষ হয় তখন সে এমন সব আচরণ করতে পারে যা পশুও করেনা। তাই তাকে মানুষ না বলে অমানুষ বলাই সমিচিন।

ইসলাম বর্তমান বিশ্বের একটি বর্ধনশীল ধর্ম। কারণটি যুক্তি বিজ্ঞানের সাথে তার হৃদ্যতা, কারণটি মধ্যপ্রাচ্যের তেল বা প্রাচুর্য নয় কিন্তু। ১৯ বছর বয়সি এই তরুণী মেয়ে এর মাঝেই দু'বার বয় ফ্রেন্ড বদল করেছেন। এ ব্যাপারে তার বাবার নির্দেশ হলো বয় ফ্রেন্ড নির্বাচনে তাকে আরো বেশী সতর্ক হতে হবে। জানি না সে সতর্কের মাপকাঠিটি কি? মেয়েকে এ গোলক ধাঁধাঁ থেকে বিশেষ করে সন্ত্রাসী ইসলাম থেকে বাঁচাতে বাবা মেয়েকে ধারণা দিতে চাচ্ছেন ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব আধুনিক বিশ্ব থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। চিন্তার জগতে মুসলিমরা হাজার বছর পিছিয়ে আছে। আমেরিকার সাথে চলছে মুসলিম বিশ্বের অলিখিত সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। আমেরিকানরা ধরে নিচ্ছে তারা বিজেতা পার্টি, এর কোনই সমাধান তারা ধারে কাছে দেখছে না, তারাই হচ্ছে এপার বিশ্ব ও ওপার বিশ্বের একমাত্র প্রকৃত স্বর্গাধিপতি। তাদের সে ধ্যান ধারণা একদম কাটায় কাটায় মোটেও সত্য তথ্য নয়। এ ব্যাপারে একটি

মাত্র উদাহরণ এখানে টানছি তাদের নিজেদের পন্ডিত ডব্লিউ ওয়াটের বই থেকে। পশ্চিমা খ্রীষ্টানরা ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত স্পেন জয়ের আগে ইসলাম ধর্ম সম্মন্ধে মোটেও কিছু জানতো না। তাদের মনে এক ধরণের ভীতিও ছিল কারণ তারা এদের থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। ওয়াট তার গ্রন্থে এটি সহজভাবে স্বীকার করেছেন যে ধর্ম হিসাবে মুসলমানরা অনেক বড় সংস্কৃতির ধারক ছিল। এই ধর্মটিই ছিল তাদের এক বড় সংস্কৃতি যেটি পাশাপাশি অন্য সবার চেয়ে বহু উন্নত ছিল (ইসলাম এবং খ্রীষ্টানিটি টুডে, ডব্লিউ. এম. ওয়াট, পৃষ্ঠা ৪)।

ইউরোপীয় বিশষেজ্ঞরাই এ মন্তব্য করেছেন যে এ ধর্মের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ছিল অন্যেদের থেকে বহু এগিয়ে, এটির জন্য একদিন অন্যরা হিনমন্যতায় ভোগতেন। কিন্তু বাস্তবে সে ধর্মটিকে আজ হাজার বছর পিছালো কারা? যারা ধর্মটিকে ব্যবসায়ীক মোড়কে নকল আদলে সাজাতে চেয়েছেন তারাই ধর্মটির এ দুর্দশা করে রেখেছেন। তবে জীম পার্কম্যানরা কি পারবেন তাদের ভবিষ্যত বংশধারাকে সত্য থেকে ফিরিয়ে রাখতে? মনে হয় জগত আরো এগিয়ে গেলে, জীবন আরো জীবনমুখী হলে প্রকৃত সত্য আরো উন্মোচিত হলে এটি খুব সহজ হবে না তাদের জন্য এ বেরিকেড দেয়া। তবে শর্ত একটি অবশ্য আছে সেটি হলো সত্যকে হতে হবে নিখাদ, নিরেট সত্য। ভেজাল সত্য, অর্ধসত্য, খাদ মেশানো সত্য কখনো মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে না। ১৪০০ বছর আগে যে সত্যের মাধুর্যে মানুষ ঝাপিয়ে পড়েছিল, সেখানে সত্যানুসন্ধানীরা প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেয়েছিল বলে সেদিন এই ঝাপিয়ে পড়ার কাজটি সহজ হয়েছিল। মাঝের সময়টিতে মানুষ একে তফাৎ রেখে চলেছে কারণ সত্যের বিবর্ণদশা মানুষকে আগাগোড়া কাছে টানতে ব্যর্থ হয়েছে তাই। অনাগত বিশ্বের সে নতুন জাগ্রত যুদ্ধে কেরোলিনরা নিকট ভবিষ্যতে বেসামাল হয়ে পড়বে না বলে কি বিশ্বাস আছে? শুধু মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনকে নয়, দেখা যাচ্ছে বাইবেলকে মানলেও তো এ সত্য তথ্য জীম পার্কম্যানদেরে মানতে হবে, অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

৫ জুলাই ২০০৫।